গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-০৫ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

তারিখঃ ১১/০২/২০১৫ খ্রিঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (সমাপ্ত প্রকল্প)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	তিস্তা ব্যারেজ হতে তিস্তা সড়ক সেতু পর্যন্ত নদী খননের অবশিষ্টাংশ সম্পন্নকরণ। তারিখঃ ২০-০৯-২০১২				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)'' এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তাব্যারেজ এর ভাটিতে ৩.০০০ কিঃমিঃ ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং এর কাজ ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে।
২।	তিস্তা নদীর বাম তীরের অসমাপ্ত নদী শাসনের কাজ সমাপ্তকরণ। তারিখঃ ২০-০৯-২০১২	-	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** ''তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রীজ হইতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত) প্রকল্প'' এর আওতায় ২.৮৬৩ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়, প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৫০.৬২ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৩)'' এর আওতায় ৯.২৫০ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ জুন/২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে।
৩।	''জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা'' (সরিষাবাড়ী উপজেলার গনউদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ৩০/০৬/২০১২)	৩০/০৬/২০১২	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** জামালপুর জেলা শহরকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে স্টীফ-২ প্রকল্পের আওতায় ৫০.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাঁধ নির্মাণসহ ৫.৬৫ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ, ১৮টি রেগুলেটর/স্লুইচ নির্মাণ ও ৩.৭৫ কিঃমিঃ রাস্তা পাকাকরণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।
		৩০/০৬/২০১৬	প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের অভাবে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।	আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন।	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬০%** জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ী উপজেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে ৪১৭.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ''যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পযর্ন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হতে হাড়গিলা পযর্ন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প'' শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
৪।	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন। (সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি; তারিখঃ ১৪/০২/২০১০)	৩০/০৬/২০১২	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গত ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত হতে মোট ৩.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে ১১৩.০০ কিঃমিঃ খালের বর্জ্য অপসারণ ও নিষ্কাশনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২১/০১/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠকে প্রকল্পটি আগামী ২ মাসের মধ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ) ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৫।	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ	-	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের ২টি স্থানে পাউবো'র বাঁধ ২০১০ ও ২০১১ সালের জলোচ্ছাসে ভেঙ্গে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক পর্যায়ে জরুরি কার্যক্রমের আওতায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে উক্ত স্থান দুটিতে ভাঙ্গা বাঁধ মেরামত/বন্ধ করার কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
	মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)				এছাড়া, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, বেড়িবাঁধ সংস্কারের জন্য (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪.৯৫ কোটি টাকা) Climate Change Trust Fund এর আওতায় প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক ২২/০১/২০১৩ তারিখে ১৫.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটি অনুমোদন দেয়া হয়। উক্ত কাজের অগ্রগতি ৭১%।
৬।	দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ; (১৯/১০/২০১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৩০/০৬/২০১২	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে দহগ্রাম ইউনিয়নকে রক্ষার্থে ১.২৬৬ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ ২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে সমাপ্ত হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পটি সুষ্ঠূভাবে সম্পন্ন করতে আরোও ৪.৭৫ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ করা প্রয়োজন মর্মে মাঠ পর্যায় হতে জানা গেছে। যার জন্য অতিরিক্ত ৭১.২৪ কোটি প্রয়োজন হবে। চলতি (২০১৪-১৫) অর্থ-বছরে এই কাজের জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে ২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। ৫৮০ মিটার তীর প্রতিরক্ষা কাজের জন্য দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন। অবশিষ্ট কাজ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।
৭।	লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা; (১৯/১০/২০১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৩০/০৬/২০১৩	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** ''তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রীজ হইতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত) প্রকল্প'' এর আওতায় ২.৮৬৩ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে (অর্থ বছর ১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৫-০৬)। এছাড়া ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়, প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৫০.৬২ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৩)'' এর আওতায় ৯.২৫০ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ জুন/২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে।
৮।	শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তানদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। (১৯/১০/২০১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৩০/০৬/২০১২	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** গ) শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)'' এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তাব্যারেজ এর ভাটিতে ৩.০০০ কিঃমিঃ ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং এর কাজ ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে।
৯।	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা । (সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৯/০৪/২০১১)	৩০/০৬/২০১৪	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য ''ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ'' শিরোনামে ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৩-২০১৪) একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক ২৭/০৪/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট হতে ধলেশ্বরী নদীর উৎস মুখ পযর্ন্ত ২০ কিলোমিটার ও নলীণবাজার এলাকায় ২ কিলোমিটারসহ মোট ২২ কিলোমিটার যমুনা নদী ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে ১৪ কিঃমিঃ দৈর্ঘে রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজও সম্পন্ন হয়েছে। ফলে সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধের হার্ড পয়েন্ট ঝুঁকিমুক্ত হয়েছে এবং ড্রেজড স্পয়েল দ্বারা সিরাজগঞ্জে প্রস্তাবিত শিল্প পার্ক সংলগ্ন প্রায় ৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ভূমি পুনরুদ্ধার হয়েছে।
১০।	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ। (বাগেরহাট জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ১২/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০১৫	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাগেরহাট জেলার আইলায় প্রাথমিক পর্যায়ে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও ক্লোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে ২০১০-১১ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, ''উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর্ডের

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
					অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন'' প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপির আওতায় বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, ক্লোজার নির্মাণ, স্লুইস নির্মাণ/মেরামত এবং নদীতীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমান কাজের অগ্রগতি ৯০.৭৪%। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী জুন/২০১৫ তে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে।
১১।	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০১৫	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার অংশ বিশেষে ৪৭টি পোল্ডারের মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ ও ক্লোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া South West Area Integrated Water Resource Management Project এর আওতায় (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩.৯২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০০৬ হতে জুন/২০১৪) পোল্ডার নং- ৩১ ও ৩২ এর ৩৬.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত সহ অন্যান্য কাজ সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে বর্ণিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত/সংস্কারের নিমিত্তে ''উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক কাজসমূহ চলমান রয়েছে। বর্তমান অগ্রগতি ৯০.৭৪%। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী জুন/২০১৫ তে প্রকল্পের কাজ সর্বাঙ্গীনভাবে সমাপ্ত হবে।
১২।	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০১৩	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত কাজের জন্য ''খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প'' শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ২১.৩৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩) ২২/০৪/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ২০.৯০ কিঃমিঃ খাল খনন, ২.০০ কিঃমিঃ নদী খনন, বাঁধ মেরামত, ৩টি স্লুইস নির্মাণ, ১টি লং বুম ক্রয় ইত্যাদি কাজ জুন/২০১৩ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।
১৩।	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ; (বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২২/০২/২০১১)	৩০/০৬/২০১২	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** জলবায়ূ পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালীতে ''চর আন্ডার চারিদিকে বেড়িবাঁধ নির্মাণ'' প্রকল্পটি (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১০ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১২) গত ২৮/১১/২০১০ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১২ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ ও ৬টি ইনলেট নির্মাণ কাজ ২০১১-১২ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া, স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে "Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)" প্রকল্পের আওতায় বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ জুন, ২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১৪।	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালূঢালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা। (চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৯/১২/২০১০)	২৮/০২/২০১৩	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত ছড়াগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প প্রস্তাব জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের আওতায় ১৭.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ''চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরাই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিটেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ'' প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন গত ২৬/০৭/২০১১ তারিখে পাওয়া যায়। ফলশ্রুতিতে ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১১.৫০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, ২৩.০০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন, ০.৫০ কিঃমিঃ তীর প্রতিরক্ষা কাজ ও ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১৫।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ভাঙ্গনরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৪	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত ভোলা জেলার চর ফ্যাশন উপজেলার ''চর কুকরি-মুকরি বেড়ীবাঁধ নির্মাণ (বাস্তবায়নকাল জুন/২০১২ হতে জুন/২০১৪; প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪.৯৯ কোটি টাকা)'' শীর্ষক প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্টি ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ১৮/০৯/২০১২ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ০৮/১০/২০১২ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু বিষয়ক কারিগরি কমিটির সভায় প্রকল্পটি উপস্থাপিত হলে Feasibility Study ও EIA প্রতিবেদনসহ পুনরায় দাখিলের সিদ্ধান্তু হয়। তদানুযায়ী প্রকল্পটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটি ১৮/১১/২০১২ তারিখে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক শুধুমাত্র বেড়ীবাঁধ নির্মাণের জন্য ১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদন দেয়া হয়। প্রকল্পের ভৌত কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১৬।	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে স্লুইসগেটসহ বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৪/২০১২	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে জরুরী কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতে বর্ণিত হাওড় এলাকায় ৪৭.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে অতি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও স্লুইসগেটসমূহের নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১৭।	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২৩/০৭/১০ তারিখ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৭/২০১০)	৩০/০৬/২০১২	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রাথমিক পর্যায়ে কয়রা উপজেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডারের মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ ও ক্লোজারসমূহের নির্মাণ কাজ জরুরীভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় কয়রা উপজেলায় (পোল্ডার নং ১৩-১৪/২ ও ১৪/১) ১৯.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১.৪৮ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত/নির্মাণ, স্লুইস নির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১৮।	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত; তারিখঃ ০৬/০৫/২০১০)	৩০/০৬/২০১১	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** নির্দেশিত এলাকাটি আন্ধারমানিক নদীতীরস্থ পোল্ডার নং-৪৬ এর অন্তর্ভুক্ত বিধায় খাল খনন করে নতুন বেড়ীবাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে পোল্ডারের মধ্যকার অনেক দিনের পুরানো স্লুইস গেটসমূহের কতিপয় গেইট নষ্ট হওয়ায় কয়েকটি খালে লবণ পানি প্রবেশরোধকল্পে গেইটগুলি ইতোমধ্যে মেরামতের কাজ যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছে।
১৯।	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ীবাঁধগুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৫/২০১০)	৩০/০৬/২০১৩	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে বরগুনা জেলায় সিডর ও আইলায় পাউবোর ৫৫৪.৪৩ কিঃমিঃ আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ ও ৬৬.৪৬ কিঃমিঃ পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ সর্বাঙ্গীনভাবে মেরামত/পুনঃনির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
২০।	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর স্লুইসগেট নির্মাণ। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/২০১০)	৩০/০৬/২০১৩	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্তে আমতলী উপজেলায় মহিষকাটা খালের উপর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতের আওতায় স্লুইসগেট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
২১।	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা। (০৭/১১/২০১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	-	কাজের জন্য জমি প্রাপ্তি	সমাপ্ত হিসাবে ধার্য্য করা	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি - সমাপ্ত হিসাবে ধার্য** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করা হয়। প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময়ে বাঁধ নির্মাণের জন্য জমির মালিকগণের বাঁধা এবং পরবর্তীতে হাইকোর্টে রিট করায় কাজ বন্ধ হয়ে যায় (WRIT PETITION NO-7412 of 2012, Order: Let the order of injunction granted earlier by this court be extented for a further period of 6 (six) months from the date)। অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় জমি অধিগ্রহণের সুযোগ না থাকায় জমির ক্ষতিপূরণ পরিশোধের ব্যবস্থা অদ্যাবধি নেয়া যায় নি। এ পরিস্থিতিতে সমঝোতার মাধ্যমে প্রকল্পটি সম্পন্নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেও প্রকল্পের কাজ ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে ৫০% এর বেশি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় কাজটি সমাপ্ত হিসেবে ধার্য করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (চলমান প্রকল্প)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
২২।	নাটোর জেলার কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পর্যন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪.২২ কিঃমিঃ সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	৩০/০৬/২০১৬	-		**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১৫%** বর্ণিত প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ''নাটোর জেলার কালিগঞ্জ সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ সাধনপুরে বারনাই নদীর উভয় তীর সংরক্ষণ শিরোনামে ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয়-১৯.৬০ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল- ডিসেম্বর/২০১২ হতে জুন/২০১৬) ২৪/১০/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ৩টি প্যাকেজে ১.২৩ কিঃমিঃ (প্রাক্কলিত ব্যয়-৭.২৮ কোটি টাকা) নদীতীর সংরক্ষণ কাজ চলমান আছে।
২৩।	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	৩০/০৬/২০১৫	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৫%** আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ''পাবনা জেলার ইশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গণ হতে কমরপুর হতে সাড়া-ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ'' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ২২০.২০ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫) ০৫/০২/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্নিত প্রকল্পের আওতায় ৭টি প্যাকেজের (প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০.৬৮ কোটি টাকা) তীর সংরক্ষণমূলক কাজ চলমান রয়েছে।
২৪।	চাঁপাইনবাগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গনরোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ। (চাঁপাইনবাগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৪/২০১১)	৩০/০৬/২০১৫	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১২%** প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ''পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলী এলাকা রক্ষা'' শিরোনামে ১৬৫.৫১ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি (বাস্তবায়নকাল ২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫) ১৬/১০/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়; যার প্রশাসনিক অনুমোদন ১০/০১/২০১৩ তারিখে পাওয়া যায়। প্রকল্পের আওতায় ৬.২০ কিঃমিঃ পদ্মা নদীর তীর সংরক্ষণ কাজের মধ্যে ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে ৩টি প্যাকেজে ৩৮.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণের কাজ চলমান রয়েছে। প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ''চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন খালঘাট হতে নসীপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদী পুনর্খনন/ড্রেজিং'' শীর্ষক ১৪৫.৭৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপির উপর ০৮/০৩/২০১২ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাচাই কমিটির সুপারিশের আলোকে পুনঃগঠিত ডিপিপি ১৮/০৩/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ১৫/০৯/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে IWM কর্তৃক সমীক্ষা কাজ চলমান আছে। IWM কর্তৃক জুন/২০১৫ মাসে সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।
২৫।	ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে (মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১৭/০৪/২০১১)	৩০/০৬/২০১৭	-		মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৭৩৮২.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল জানু/২০১৪ হতে জুন/২০১৭) ''ভৈরব নদী পুনর্খনন'' শীর্ষক প্রকল্পটি ১১/০৩/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর জেলার ভৈরব নদী পুনঃখনন কাজ ৭০৬৫.৫১ লক্ষ টাকায় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে (ডিপিএম) বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী পরিচালিত ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড নারায়ণগঞ্জকে নিয়োগের প্রস্তাব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে গত ১১/০১/২০১৫ তারিখে অনুমোদন করা হয়। ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড নারায়ণগঞ্জ কে ২২/০১/২০১৫ তারিখে Notification of Award (NoA) প্রদান করা হয়েছে। অনুমোদিত প্রস্তাব অনুযায়ী ২২.৮০ কিঃমিঃ (৪৯৬০৬৯০.৯৮ ঘনমিটার মাটি) নদী খনন করা হবে। কাজটি জুন, ২০১৭ সালে সমাপ্ত হবে।
২৬।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং করা। (নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২০/০৩/২০১১)	-	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ অপ্রতুল	আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন।	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১২%** ঢাকার চারপাশের নদীতে বিশুদ্ধ পানি প্রবাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জিওবি অর্থায়নে ৯৪৪.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে **''বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার''** শীর্ষক শিরোনামে একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক গত ০৬/০৪/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
					(বাস্তবায়নকালঃ এপ্রিল/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত, প্রস্তাবিত ডিসেম্বর/২০১৬)। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ১৬২.৫০ কিঃমিঃ নদী ড্রেজিং/খননের মাধ্যমে ১৪১.০০ কিউমেক পানি যমুনা নদী হতে বুড়িগঙ্গা নদীতে আনার পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের আওতায় পুংলী ও তুরাগ নদীতে পাইলট সেকশনে ৪৩.০০ কিঃমিঃ নদী ড্রেজিং/খনন কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। বছরওয়ারী বাজেট বরাদ্দের অপ্রতুলতার কারণে কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার স্বার্থে বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
২৭।	ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পর্যন্ত কংস নদী খনন। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১১%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বর্ণিত কাজসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ইতোমধ্যে ''হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প'' শীর্ষক শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫) গত ১২-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে । উক্ত প্রকল্পের আওতায় ''পুরাতন সুরমা-বৌলাই রিভার সিস্টেম খনন'' কাজের সমীক্ষা কাজ মার্চ, ২০০৭ সালে সমাপ্ত হয়েছে। সমীক্ষা অনুযায়ী যাদুকাটা নদী ৬ কিঃমিঃ, রক্তি নদী ৫ কিঃমিঃ, চলতি নদী ৭ কিঃমিঃ, পুরাতন সুরমা ১১ কিঃমিঃ এবং বৌলাই নদী ১১ কিঃমিঃ অর্থাৎ মোট ৪০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য নদী ড্রেজিং এর জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে মাঠ পর্যায়ে নদী ড্রেজিং এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। বছরওয়ারী বাজেট বরাদ্দের অপ্রতুলতার কারণে কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার স্বার্থে বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
২৮।	যাদুকাটা নদী হয়ে রক্তি নদী-বৌলাই হয়ে সুলেমানপুর পর্যন্ত নদী খনন। (সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৫	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ অপ্রতুল	আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন।	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১১%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বর্ণিত কাজসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ইতোমধ্যে ''হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প'' শীর্ষক শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫) গত ১২-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে । উক্ত প্রকল্পের আওতায় ''পুরাতন সুরমা-বৌলাই রিভার সিস্টেম খনন'' কাজের সমীক্ষা কাজ মার্চ, ২০০৭ সালে সমাপ্ত হয়েছে। সমীক্ষা অনুযায়ী যাদুকাটা নদী ৬ কিঃমিঃ, রক্তি নদী ৫ কিঃমিঃ, চলতি নদী ৭ কিঃমিঃ, পুরাতন সুরমা ১১ কিঃমিঃ এবং বৌলাই নদী ১১ কিঃমিঃ অর্থাৎ মোট ৪০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য নদী ড্রেজিং এর জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে মাঠ পর্যায়ে নদী ড্রেজিং এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। বছরওয়ারী বাজেট বরাদ্দের অপ্রতুলতার কারণে কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার স্বার্থে বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
২৯।	যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন। (সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৫	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ অপ্রতুল	আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন।	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১১%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বর্ণিত কাজসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ইতোমধ্যে ''হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প'' শীর্ষক শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫) গত ১২-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে । উক্ত প্রকল্পের আওতায় ''পুরাতন সুরমা-বৌলাই রিভার সিস্টেম খনন'' কাজের সমীক্ষা কাজ মার্চ, ২০০৭ সালে সমাপ্ত হয়েছে। সমীক্ষা অনুযায়ী যাদুকাটা নদী ৬ কিঃমিঃ, রক্তি নদী ৫ কিঃমিঃ, চলতি নদী ৭ কিঃমিঃ, পুরাতন সুরমা ১১ কিঃমিঃ এবং বৌলাই নদী ১১ কিঃমিঃ অর্থাৎ মোট ৪০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য নদী ড্রেজিং এর জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে মাঠ পর্যায়ে নদী ড্রেজিং এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। বছরওয়ারী বাজেট বরাদ্দের অপ্রতুলতার কারণে কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার স্বার্থে বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৩০।	কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৬	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য "কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প'' শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৯.৮৩ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন কাল এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০১৬) গত ০৫-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৪.৩৯ কিঃমিঃ ড্রেজিং (লুপকাট) কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বছরওয়ারী বাজেট বরাদ্দের অপ্রতুলতার কারণে কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। জুন, ২০১৪ পর্যন্ত মোট ২৫.০২ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। চলতি অর্থ-বছরে ৪২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং ২২.৬৫ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ পাউবোর ড্রেজার পরিদপ্তরের ড্রেজার দ্বারা চলমান রয়েছে।
৩১।	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ০৭/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৫	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮০%** কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা-কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ কাজের জন্য ''কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন'' শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা (প্রাক্কলিত ব্যয় ১২.০০ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল অক্টোবর/২০১২ হতে জুন/২০১৫ পর্যন্ত) জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য পাসম এর মাধ্যমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়; যা ০৭/০৩/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের ৭৯.৬৩ কিঃমিঃ খালের মধ্যে ৬টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৪১.৫০ কিঃমিঃ খাল খননের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমান অর্থ-বছরে অবশিষ্ট ৩৮.১৩ কিঃমিঃ খাল খননের কাজ চলমান রয়েছে।
৩২।	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন (সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্থ এলাকা পরিদর্শনকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৩/০৭/২০১০ ও ২৭/১২/২০১০)	৩০/০৬/২০১৫	-	-	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৪০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য ''কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)'' প্রকল্পটি (প্রকল্প ব্যয় ২৬১.৫৪ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫) ১৩/০৯/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৯০.০০ কিঃমিঃ কপোতাক্ষ নদ খননের কর্মসূচী রয়েছে। তালা এবং পাইকগাছা উপজেলায় ৬৭.০০ কিঃমিঃ নদ খননের কাজের মধ্যে ১২.২৫ কিঃমিঃ নদী খনন কাজ খুলনা শীপইয়ার্ডকে ডিপিএম পদ্ধতিতে কার্যাদেশ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, ৫৪.৭৫ কিঃমিঃ নদী খনন কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ২৩.০০ কিঃমিঃ নদী খনন কাজের মধ্যে ১৮.০০ কিঃমিঃ নদী খনন কাজের দরপত্র ০৯/০২/২০১৫ তারিখে গ্রহণ করা হয়েছে। বাকী ৫.০০ কিঃমিঃ নদী ড্রেজিং কাজের প্রয়োজন নেই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৩।	''যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা'' (ভূয়াপুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পথসভায়; তারিখঃ ৩০-০৬-২০১২)	৩০/০৬/২০১৪ (প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী)	-	-	"যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা" (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪.১৬ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল-জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৪) শিরোনামে একটি প্রকল্প জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হলে বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) এ অর্থের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। এমতাবস্থায়, বর্ণিত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কাজ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যা শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৩৪।	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়কবাঁধ নির্মাণ। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)				জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়কবাঁধ নির্মাণ কাজটি প্রকল্প প্রস্তাবনায় (ডিপিপি) সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যাম নির্মাণ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিশ্রুত প্রকল্পটি ৬৮৩.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্প প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলেন্স ফান্ড (BCCRF) হতে অর্থায়নের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়; পরবর্তীতে উহার অনুকূলে অর্থায়নের জন্য প্রকল্পটি বিশ্ব ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করা হয়। এ যাবৎকাল পর্যন্ত ক্রস ড্যাম নির্মাণের জন্য যে সকল সম্ভ্যাবতা যাচাই সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে, ঐ সকল সমীক্ষা প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদান করার জন্য বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক একজন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। উপদেষ্টা সকল প্রতিবেদনের পর্যালোচনা পূর্বক মত প্রকাশ করেন যে, ক্রস ড্যাম নির্মাণের পূর্বে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্রস ড্যামের টেকসই যাচাইসহ বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন এবং পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পাদন আবশ্যক। এই মতামতের প্রেক্ষিতে বিশ্ব ব্যাংক আরোও একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের প্রস্তাবনা দাখিল করার পরিপ্রেক্ষিতে ০.৭০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় সম্বলিত একটি সমীক্ষা প্রকল্প Bangladesh Climate Change Resilance Fund (BCCRF) এর অর্থায়নের জন্য পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়; যা গত ৭ই জুন, ২০১২ তারিখে Project Management Committee কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে উপদেষ্টা নিয়োগের মাধ্যমে সমীক্ষা কাজ ৩০/০৬/২০১৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে; উক্ত সমীক্ষা রিপোর্ট বিশ্বব্যাংক কর্তৃক যাচাই বাছাই করা হচ্ছে।
৩৫।	সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	-	-	-	প্রতিশ্রুত প্রকল্পটি ৬৮৩.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্প প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলেন্স ফান্ড (BCCRF) হতে অর্থায়নের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়; পরবর্তীতে উহার অনুকূলে অর্থায়নের জন্য প্রকল্পটি বিশ্ব ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করা হয়। এ যাবৎকাল পর্যন্ত ক্রস ড্যাম নির্মাণের জন্য যে সকল সম্ভ্যাবতা যাচাই সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে, ঐ সকল সমীক্ষা প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদান করার জন্য বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক একজন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। উপদেষ্টা সকল প্রতিবেদনের পর্যালোচনা পূর্বক মত প্রকাশ করেন যে, ক্রস ড্যাম নির্মাণের পূর্বে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্রস ড্যামের টেকসই যাচাইসহ বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন এবং পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পাদন আবশ্যক। এই মতামতের প্রেক্ষিতে বিশ্ব ব্যাংক আরোও একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের প্রস্তাবনা দাখিল করার পরিপ্রেক্ষিতে ০.৭০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় সম্বলিত একটি সমীক্ষা প্রকল্প Bangladesh Climate Change Resilance Fund (BCCRF) এর অর্থায়নের জন্য পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়; যা গত ৭ই জুন, ২০১২ তারিখে সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত Project Management Committee কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে উপদেষ্টা নিয়োগের মাধ্যমে সমীক্ষা কাজ ৩০/০৬/২০১৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষা রিপোর্ট বিশ্বব্যাংক কর্তৃক যাচাই বাছাই করা হয়েছে। উক্ত রিপোর্টটি পর্যালোচনা করতঃ বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান Royal Haskonig কে প্রকল্পের Economic Analysis টি Review করে দাখিল করতে বলা হয়। সেমতে উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান Economic Aanalysis সহ রিপোর্টটি অতি সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাংকে পুনরায় দাখিল করেছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৬।	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/২০১১)	-	-	-	''কক্সবাজার জেলার বাকখালী নদীর ড্রেজিং'' শীর্ষক একটি প্রকল্পের (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২২৮.২৪ কোটি, বাস্তবায়নকাল মার্চ/২০১২ হতে জুন/২০১৪) ডিপিপি ০৫/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদনবিহীন অবস্থায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ফেরত প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ৩১/০৩/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১২৭.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ''কক্সবাজার জেলার বাকখালী নদীর ড্রেজিং (১ম পর্যায়)'' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গত ২৯/১২/২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া গেছে এবং ১৫/০১/২০১৫ তারিখে এর যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপিটি পুনর্গঠনের কাজ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে চলমান রয়েছে।
৩৭।	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/২০১১)	-	-	-	''কক্সবাজার শহর রক্ষা'' শীর্ষক প্রকল্পের উপর ২২/০৬/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে PEC সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪৬৫৭.৩৯ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়নকাল- জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৪ পযর্ন্ত) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪২.০৪৩.০১৪.০১. ০১.০০৩.২০১০-১৮১, তারিখ-১৮/০৯/২০১১ মোতাবেক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত হয়। উক্ত ডিপিপি এর উপর ১৫/০১/২০১২ তারিখে পুনরায় PEC সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তে আলোকে ২.৪১ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষা কাজের মধ্যে ১.৫০ কিঃমিঃ STAR Block সম্বলিত প্রতিরক্ষা কাজ অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপিটি পুনরায় Planning Commission এ প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক নং-২০.৩৫৮.০১৪.০১.০২.৫২৩.২০১১.২৯৫ মোতাবেক কিছু Observation দিয়ে ডিপিপিটি ফেরত দেয়া হয়। তদানুযায়ী ডিপিপিটি পুনরায় Re-cast করে (প্রাক্কলিত ব্যয় ১০০.০৪ কোটি টাকা) গত ০৯/১১/২০১২ তারিখে পাসম এর মাধ্যমে পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরন করা হয়। পরবর্তীতে বিগত ০৫/০২/২০১৩ ECNEC সভায় প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়। উক্ত ECNEC সভায় প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিতভাবে নুতন করে প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়নপূর্বক জরুরীভিত্তিতে দাখিল করার নির্দেশ দেয়া হয়। গত ০৪/১২/২০১৪ তারিখে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সকল স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে ''কক্সবাজার শহর রক্ষা'' শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কক্সবাজার পৌরসভা, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (Lead Agency) এর যৌথ উদ্যোগে সমন্বিত ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ মাঠ পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৩৮।	ব্রহ্মপুত্র নদ খনন। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/২০১১)	-	-	-	সমীক্ষার Draft Final Report এর উপর ''Pannel of Experts'' এর প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। Pannel of Experts এর মতামতের ভিত্তিতে Main Consultant কর্তৃক সমীক্ষা প্রতিবেদন সংশোধন পূর্বক আগামী ফেব্রুয়ারী ২০১৫ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত করা হবে। সমীক্ষা প্রকল্পে অন্যান্যদের মধ্যে ব্রহ্মপত্র নদও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরবর্তীতে ব্রহ্মপুত্র নদ খননের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে।
৩৯।	ভৈরব নদী পুনঃখনন (যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৭/১২/২০১০)	-	-	-	অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় যশোর জেলায় ''Detail Feasebility Study for drainage improvement and sustainable water management of Bhariab river Basin'' শিরোনামে IWM কর্তৃক সমীক্ষা কাজ (চুক্তি মূল্য-১.৪২ কোটি টাকা) ৩০/০৪/২০১৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে ''Drainage improvement and sustainable water management of Bhariab river Basin'' (৩৪৯.৩৮ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত) শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ০৫.০২.২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৪০।	ভোলা জেলার ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৫ (প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী)	-	-	ঘোষেরহাট ও রামনেওয়াজ এলাকার নদী ভাঙ্গনরোধ প্রকল্পটি (প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৯.৭৮ কোটি টাকা; বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৫ পর্যন্ত) জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্স ফান্ডের (BCCRF) আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত প্রকল্প প্রস্তাবনা ২৬/০৫/২০১৩ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ অফিসে প্রেরণ করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্স ফান্ডের (BCCRF) আওতায় পর্যাপ্ত ফান্ড না থাকায় এ মুহূর্তে প্রকল্প অনুমোদন করা সম্ভব নয় বলে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হলে বাংলাদেশ জলবায়ু রেজিলিয়েন্স ফান্ড (BCCRF) এ অর্থের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান। এমতাবস্থায় বর্ণিত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কাজ বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৪১।	তিতাস নদী খনন করা। (০৭/১১/২০১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ''কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলার তিতাস নদী পুনঃখনন প্রকল্প; (প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৯.০৯ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল- মার্চ/২০১২ হতে জুন/২০১৫)'' শিরোনামে একটি ডিপিপি ০২/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। কারিগরী, সামাজিক, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য পরিকল্পনা কমিশন গত ০৮/০৫/২০১২ তারিখে ডিপিপিটি ফেরত প্রদান করে। সমীক্ষার জন্য ২৪টি নদী ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট ''Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh'' শীর্ষক সমীক্ষার Draft Final Report এর উপর ''Pannel of Experts'' এর প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। Pannel of Experts'' এর মতামতের ভিত্তিতে Main Consultant কর্তৃক সমীক্ষা প্রতিবেদন সংশোধন পূর্বক আগামী ফেব্রুয়ারী ২০১৫ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত করা হবে। সমীক্ষা প্রকল্পে অন্যান্যদের মধ্যে তিতাস নদীও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। পরবর্তীতে তিতাস নদী খননের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে।
৪২।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/২০১০)	-	-	-	"তিতাস নদী পুনঃখনন" প্রকল্পের ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৯৪.০৬ কোটি টাকা) ০২/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে কারিগরী, সামাজিক, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য পরিকল্পনা কমিশন গত ০৮.০৫.২০১২ তারিখে ডিপিপিটি ফেরত প্রদান করে। প্রকল্পের সমীক্ষা কাজ ডিসেম্বর/২০১৩ এ সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী পুনর্গঠিত DPP গত ৩১/০৮/২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয়ে গত ০২/১২/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ১২.০১.২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৪৩।	সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা। (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/২০১০)	-	-	-	''সরাইল উপজেলায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের'' ডিপিপির উপর (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭.৪৪ কোটি টাকা) ০৮/০৩/২০১২ তারিখে যাচাই সভা পাসমতে অনুষ্ঠিত হয় এবং তদানুযায়ী প্রকল্পটি Climate Change ট্রাস্ট ফান্ড এর আওতায় প্রস্তাবনা দাখিলের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে আলোকে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পুনরায় প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়া যায়। পরবর্তীতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ২৩/০১/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত প্রকল্প প্রস্তাবনা (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫.৮৮ কোটি টাকা; বাস্তবায়নকাল- মার্চ/২০১৩ হতে জুন/২০১৪) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) এ অর্থের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে অর্থায়নের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে ১৫/০৫/২০১৪ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে বাপাউবো'র পক্ষ থেকে বিভিন্ন সভায় অর্থের স্বল্পতার বিষয়টি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টকে অবহিত করা হয়েছে এবং একই সাথে বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪৪।	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/২০১০)	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে উক্ত এলাকার খালসমূহ পূনঃখননের নিমিত্তে ২৪.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ''খাল পুনঃখনন এবং রেগুলেটর সমূহ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বরগুনা জেলার উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মিষ্টি পানি সংরক্ষণ করা'' শীর্ষক প্রকল্পের উপর ০২/০৪/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৯/০৬/২০১২ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া যায়। গত মন্ত্রণালয়ের পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় প্রকল্পটি জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং পরবর্তীতে ২৩/০১/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত প্রকল্প প্রস্তাব ২৯/০৫/২০১৩ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) এ অর্থের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে অর্থায়নের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে ১৫/০৫/২০১৪ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে বাপাউবো'র পক্ষ থেকে বিভিন্ন সভায় অর্থের স্বল্পতার বিষয়টি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টকে অবহিত করা হয়েছে এবং একই সাথে বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৪৫।	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং (চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ২৭/৪/২০১০)	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৪টি নদীর ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট ''Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh'' শীর্ষক সমীক্ষার Draft Final Report এর উপর ''Pannel of Experts'' এর প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। Pannel of Experts'' এর মতামতের ভিত্তিতে Main Consultant কর্তৃক সমীক্ষা প্রতিবেদন সংশোধন পূর্বক আগামী ফেব্রুয়ারী ২০১৫ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত করা হবে। সমীক্ষা প্রকল্পে অন্যান্যদের মধ্যে ডাকাতিয়া নদীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরবর্তীতে ডাকাতিয়া নদী খননের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে।
৪৬।	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০১৫ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	-	-	''চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়িবাঁধ নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি (প্রাক্কলিত মূল্য ৬০.৫১ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫) ২৬/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদনবিহীন অবস্থায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ফেরত প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান সিডিউল দর অনুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক (প্রকল্প ব্যয়-৮৬.৯৫৬ কোটি টাকা) মাঠ দপ্তর হতে বোর্ডে দাখিল করা হয়। ১৩/১১/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের কারিগরি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৪/০১/২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া যায়। বর্ণিত প্রকল্পের বিষয়ে ০৪.০২.২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপিটি পুনর্গঠনের কাজ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে চলমান রয়েছে।
৪৭।	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ (কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৩/২০১০)	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৪টি নদীর ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট ''Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh'' শীর্ষক সমীক্ষার Draft Final Report এর উপর ''Pannel of Experts'' এর প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। Pannel of Experts'' এর মতামতের ভিত্তিতে Main Consultant কর্তৃক সমীক্ষা প্রতিবেদন সংশোধন পূর্বক আগামী ফেব্রুয়ারী ২০১৫ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত করা হবে। সমীক্ষা প্রকল্পে অন্যান্যদের মধ্যে ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নদী খননের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে।
৪৮।	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায়	-	-	-	''বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ পূনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় কোদালিয়া, আরুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিল উন্নয়ন প্রকল্প'' শিরোনামে ২৭৯.৪৭ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৪) একটি ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক পরিবেশগত এবং কারিগরী সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক তার ভিত্তিতে প্রকল্পটি পুনঃপ্রস্তাবের নিমিত্তে ডিপিপি ফেরত প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সমীক্ষার জন্য IWM কে ০২/০৪/২০১২ তারিখে (ব্যয় ১.২৪ কোটি টাকা) নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ডিসেম্বর/২০১৩ তে final report পাওয়া

	মোল্লারহাট কলেজে মাঠে) (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪২.০৩৮.০১৮. ০২.০০.০৪০.২০১০-৩৭ তারিখঃ ০৭/০৭/২০১০ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)।				গিয়াছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে পূনর্গঠিত ডিপিপি ০২/১১/২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয়ে গত ২৩/১১/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৩.০২.২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

২৩/২/২০১৫

(খিজির আহমেদ)
যুগ্ম-সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।